নির্বাচনী তথ্য কণিকা - ১

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Website: www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ২০১৮

নির্বাচনী জোটের প্রতীক

আগামী ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। The Representation of the People Order,1972 এর Article-20 এর clause (1) এর sub-clause (a) এর বিধান অনুসারে - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক একাধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল মিলে নির্বাচনী জোট গঠন করা হলে, এ জোটের যেকোন একটি দলের প্রতীক জোটভুক্ত দলসমূহের প্রার্থীদের বরাদ্দ করা যাবে। এরুপ প্রতীক পেতে হলে জোটকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর দরখাস্ত দাখিলের বিধান রয়েছে।

৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী নির্বাচনী জোটের প্রতীকের জন্য ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করতে হবে।

নির্বাচনী তথ্য কণিকা -২

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Website: www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ২০১৮

পোস্টার ব্যানারসহ নির্বাচনী প্রচার সামগ্রী অপসারণ

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ। মার্কেট, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন ও বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্থাপনাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাদের নামে পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুনসহ প্রচার সামগ্রী রয়েছে তাদেরকে ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে এসব প্রচার সামগ্রী নিজ খরচে অপসারণের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ প্রদান করেছেন। এছাড়া যেসব ব্যক্তি বা যৌথ মালিকানাধীন ভবন, প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, যানবাহন ও স্থাপনায় প্রচার সামগ্রী রয়েছে সেসব ভবন, প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, যানবাহন ও স্থাপনার মালিকদেরকেও স্ব স্ব উদ্যোগ এবং নিজ খরচে তা অপসারণ করতে হবে। এবিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্থানীয় ঠিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ প্রতিপালন করা না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচনী তথ্য কণিকা-৩

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Website: www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন–২০১৮

নির্বাচনী জোটের প্রতীক

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। The Representation of the People Order,1972 এর Article-20 এর clause (1) এর sub-clause (a) এর বিধান অনুসারে - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক একাধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল মিলে নির্বাচনী জোট গঠন করা হলে, এ জোটের যেকোন একটি দলের প্রতীক জোটভুক্ত দলসমূহের প্রার্থীদের বরাদ্দ করা যাবে। এরূপ প্রতীক পেতে হলে জোটকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর দরখাস্ত দাখিলের বিধান রয়েছে।

১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুন:তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সময়সূচি পুন:নির্ধারণের পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে যারা আবেদন করেননি তারা নতুন করে আবেদন করার অথবা আবেদনের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন। সে অনুযায়ী নির্বাচনী জোটের প্রতীকের জন্য ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Website: www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮
অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৮ নভেম্বর ২০১৮ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ। প্রার্থীগণ রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। এছাড়া অনলাইনেও মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে।

সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিল:

সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মনোননয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন।

অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল:

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (বি) উপদফার বিধান এবং নির্বাচন পরিচলনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৩ বিধির (১)(খ), (২) ও (৩) এর উপবিধি অনুসারে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নিম্নরুপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইট www.ecs.gov.bd এ প্রবেশ করতে হবে।

এরপর "একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনলাইনে প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা" লিংকে ক্লিক করে মনোনয়নপত্র দাখিলে ইচ্ছুক প্রার্থীর নাম, এনআইডি নম্বর (১৩ ডিজিট অথবা ১৭ ডিজিট অথবা ১০ ডিজিট), জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর টাইপ করে বিভাগ, জেলা এবং যে সংসদীয় নির্বাচনী আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে ইচ্ছুক তা নির্ধারণ করে "রেজিস্টার করুন" বাটনে ক্লিক করবেন।

এরপর মোবাইলে একটি মেসেজ আসবে যেখানে ৬ ডিজিটের একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) থাকবে।

প্রাপ্ত ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) এন্ট্রি করে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করবেন।

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পর মোবাইল ফোনে একটি ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড আসবে।

অনলাইনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ:

মেন্যু হতে লগইন এ ক্লিক করে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।

এরপর ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে মনোনয়নপত্রের পিডিএফ ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে হবে।

অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা:

মনোনয়নপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র এবং অর্থ পরিশোধের চালানের কপি সাদাকালো স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইল প্রস্তুত করতে হবে।

অনলাইন হতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ না করে থাকলে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে থাকলে পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পুনরায় লগইন করতে হবে।

লগইন করার পর প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত পেজটি দেখা যাবে। সেখানে আপলোড বাটনে ক্লিক করে পূরণকৃত মনোনয়নপত্রের পিডিএফ টি আপলোড করতে হবে। সঠিকভাবে আপলোড করা হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোনে একটি ম্যাসেজ আসবে; যেখানে উল্লেখ থাকবে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রটি সঠিকভাবে আপলোড করা হয়েছে।

রিটার্নিং অফিসারের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ:

প্রার্থী তার ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করার পর তার পেজের বাম দিকের মেন্যুতে নোটিফিকেশন সাবমেন্যু হতে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের পিডিএফ কপি ডাউনলোড করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, প্রার্থীকে অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

নির্বাচনী তথ্য কণিকা- ৫

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Website: www.ecs.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন – ২০১৮

পোস্টার ব্যানারসহ নির্বাচনী প্রচার সামগ্রী অপসারণ

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ২০১৮ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ।

অদ্য ১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ রাত ১২.০০ টার মধ্যে মার্কেট, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন ও বিভিন্ন সরকারী- বেসরকারী স্থাপনাসহ অন্যান্য জায়গায় যাদের নামে পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুনসহ প্রচার সামগ্রী রয়েছে তাদেরকে এবং যেসব ব্যক্তি বা যৌথ মালিকানাধীন ভবন, প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, যানবাহন ও স্থাপনায় প্রচার সামগ্রী রয়েছে সেসব ভবন, প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, যানবাহন ও স্থাপনার মালিকদেরকেও স্ব স্ব উদ্যোগে এবং নিজ খরচে তা অপসারণ করতে হবে। এছাড়া এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ প্রতিপালন করা না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচনী তথ্য কণিকা-৬

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮

মনোনয়নপত্র প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ প্রার্থী নিজে বা তার সমর্থক বা তার প্রস্তাবক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে পারবে। এছাড়া অনলাইনেও জমা দেয়া যাবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ৮ ধারা অনুযায়ী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটরসাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ১৮ ধারা অনুযায়ী বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ:

(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে

ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩ সপ্তাহ পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা করা যাবে না

নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলুন
সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে সহায়তা করুন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

নির্বাচনী আচরণ বিধির লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ

PF-261-2617/18 (6x4)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচনী তথ্য কণিকা-৭

নিরাপত্তা সহযোগে ও নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা প্রতিপালনপূর্বক ওয়াজ মাহফিলসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠান

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় সভা, ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠান নিয়ে বিভিন্ন মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় সভা বা ওয়াজ মাহফিল বা উক্তরূপ জমায়েতের উপর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। পূর্ব নির্ধারিত অথবা ইতোমধ্যে অনুমোদিত ধর্মীয় সভা বা অনুরূপ ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান আয়োজনে কোন বাধা নেই। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এবং নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে পূর্ব নির্ধারিত ধর্মীয় সভা, ওয়াজ মাহফিল ছাড়া নতুন করে কোন ধর্মীয় সভা বা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন নির্বাচনের পর অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি মাননীয় নির্বাচন কমিশন অনুরোধ জানিয়েছেন।

তবে নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিতব্য উক্তরূপ সভায় যাতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী অথবা জাতীয় সংসদের সম্ভাব্য প্রার্থী কোনরূপ নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে না পারেন বা প্রচারণামূলক বক্তব্য প্রদান করতে না পারেন সেজন্য একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

পূর্ব নির্ধারিত ওয়াজ মাহফিল ছাড়া এ সময়ের মধ্যে উক্তরুপ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নাশকতামূলক কর্মকান্ড অথবা জঙ্গিবাদি কোন অপতৎপরতা যাতে উক্ত ধর্মীয় কোন সভা বা ওয়াজ মাহফিল/ জমায়েতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলুন

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে সহায়তা করুন

নির্বাচনী আচরণবিধির লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.ecs.gov.bd